গড়বেতায় মজদুর ক্রান্তি পরিষদ (MKP) কর্মীদের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের হামলা-হুমকি-ফতোয়া জারির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

বন্ধুগণ,

মজদুর ক্রান্তি পরিষদ (এম কে পি) শ্রমজীবী জনগণের একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে গত ৫ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। এরাজ্যের বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক-কর্মচারী, অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক, গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, গরীব চাষী সহ অসংখ্য মেহনতি মানুষের মিলিত উদ্যোগে এই সংগঠন গড়ে উঠেছে।

২০০৬ সালে এম কে পি তৈরি হওয়ার পরপরই সিঙ্গুরে কৃষকদের কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। আমরা শুরু থেকেই সেই আন্দোলনের অন্যতম শরিক। এই আন্দোলনকে ভাঙ্গার জন্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার আন্দোলনরত কৃষক ও তার সহযোগীদের ওপর নির্মম পুলিশী আক্রমণ নামিয়ে আনে। সিপিআই(এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের হাতে নির্মমভাবে অত্যাচারিত হন এম কে পি কর্মীরা। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেবার দাবিতে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী যে অনশন আন্দোলন শুরু করেছিলেন, হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিক এম কে পি নেতা আভাষ মুন্সী টানা কুড়ি দিন ধরে ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম অনশনকারী। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাটার কারখানার বেড়া ভাঙ্গার আন্দোলনে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে গিয়ে নির্মম পুলিশী নিপীড়নের শিকার হয় এমকেপি নেতৃত্ব।

সিঙ্গুর আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে নন্দীগ্রাম আন্দোলন, হিন্দমোটর কারখানার ধর্মঘট, লালগড় আন্দোলনে এম কে পি লাগাতারভাবে লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত থেকেছে। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যখন সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালো (যাদের এতদিন তারা সিপিএমের বি টিম বলে এসেছে), তখন এমকেপি গণআন্দোলনের স্তরে তৃণমূলের সঙ্গে চলার পরিসমাপ্তি ঘটালো। বিগত দু'বছরে এম কে পি স্বাধীনভাবে নিজস্ব কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শ্রমজীবী জনগণের ওপর নেমে আসা প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে এম কে পি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এম কে পি এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়।

পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পনকারী, মেহনতি মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সিপিএমের পরাজয়ে এরাজ্যে তৃণমূল নেত্রীর নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল বিজয়ের মধ্যে দিয়ে নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে দলতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের নতুন সূর্যোদয়ের কথা শোনালেন। এরপরেই গড়বেতার কঙ্কালকান্ডে সিপিএম-এর প্রাক্তন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ গ্রেপ্তার হল। গড়বেতা থেকে খুনী ও হার্মাদবাহিনীর নেতা তপন-সুকুররা পালাল। শুরু হল নতুন রাজত্ব। কিন্তু শুরুতেই গড়বেতা থানার চাঁদাবিলা-খড়কুসুমা প্রভৃতি গ্রামে নতুন 'সুশান্ত-তপন-সুকুর'রা ফতোয়া জারি করলেন যে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনো দল করা যাবে না। অন্য কোনো দল করলে গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না। মাওবাদী বলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে ইত্যাদি হুমকি চলতে থাকে।

গত প্রায় দু'বছর ধরে চন্দ্রকোনা রোড-গড়বেতা এলাকায় আমাদের সংগঠন অর্থাৎ এম কে পি গড়ে উঠেছে। এলাকার মেহনতি জনগণের নানা সমস্যায় এম কে পি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে লড়াই গড়ে তুলছে। স্বাভাবিকভাবেই ফতোয়াদারদের বিষ নজরে পড়েছে এম কে পি। গত প্রায় দুমাস ধরে এম কে পি কর্মীদের ওপর লাগাতার হুমকি চলছে। হুমকি দিয়েও যখন আমাদের কর্মীদের দমানো যায় নি, তখন তারা সিপিএমের পুরোনো কায়দাই গ্রহণ করেছে। একদিকে শুরু হয়েছে নির্মম হামলা আর অন্যদিকে চলছে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। গত ২ অক্টোবর আমরা হুমকির বিরুদ্ধে, হামলার আশঙ্কায় গড়বেতা থানায় ডেপুটেশন দিলাম। সি আই-এর প্রতিশ্রুতি শুনে আমরা গ্রামে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেলাম। পরের দিন ৩ অক্টোবর গড়বেতা থানা এলাকার চাঁদাবিলা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক রুস্তম মল্লিককে তার পাড়ার মধ্যেই আক্রমন করে। বীভৎস মার মেরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে রুস্তমের মা ও কাকাও দুষ্কৃতিদের হাতে মার খায়। আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সভাপতি আইজুদ্দিন মল্লিককেও ওরা মারবার ফন্দি আঁটে। কিন্তু চাঁদাবিলা গ্রামের শোষিত-নিপীড়িত মানুষদের প্রতিরোধে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এখনও তার বাড়ির লোকেদের বারংবার মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সিপিএম যেমন জরিমানা করতো তেমনি তৃণমূল নেতারা এম কে পি-র কর্মীদের ওপর জরিমানা চাপাচ্ছে।

চরম ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেবার! এই তৃণমূল নেতাদের হাতে থাকা বেআইনি বন্দুক 'এম কে পি কর্মীদের বাড়িতে পাওয়া গেছে' বলে প্রকাশ্য দিবালোকে পরিকল্পিতভাবে থানাকে ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে তারা। এদের নামেই রুস্তম মল্লিক, আইজুদ্দিন মল্লিক, সপুরা বিবিরা এফ আই আর করেছে গড়বেতা থানায়! অথচ রুস্তম মল্লিককে খুনের চেষ্টা করার অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে গত ৪ অক্টোবর গড়বেতা থানায় এফ আই আর করা হয়েছে তারা গ্রামে কলার তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রুস্তম-আইজুদ্দিনদের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে আর পুলিশ নীরব দর্শক সেজে তাদের মদত দিয়ে চলেছে ! এমনটাই তো চলত সিপিএম জমানায়! তাহলে কিসের পরিবর্তন হলো ?

আমরা এই কথাটাই ভোটের আগে মেহনতি মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমরা এই কথাটাই বারবার মেহনতি জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাই। সিপিএম মেকি লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে গরীব খেটেখাওয়া মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, শ্রমিকশ্রেণীর রক্তে সৃষ্টি হওয়া লালপতাকার অবমাননা করেছে—তাই শ্রমজীবী মানুষ তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে। তার বদলে খেটেখাওয়া মানুষ আপাতভাবে ভোটের বাক্সে যাদের বেছে নিয়েছে, তাদের চরিত্রও ইতিমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে এইসব ঘটনায়। কিন্তু শ্রমজীবী বন্ধুরা, দয়া করে হতাশ হবেন না। জীবনের এখনো বহু পথ বাকি আছে। তাই বারবার মার খাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। খেটেখাওয়া মানুষের নিজস্ব দল এম কে পি -র পতাকাতলে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হোন। আসুন সাথী, শ্রমজীবী জনতার বেঁচে থাকার অধিকার আর তাদের স্বার্থ প্রকৃতই রক্ষা করতে পারে এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সকল মেহনতি জনগণ সামিল হই।

আইজুদ্দিন মল্লিক
সভাপতি
এম কে পি, পশ্চিম মেদিনীপুর

রুস্তম মল্লিক
সম্পাদক
এম কে পি, পশ্চিম মেদিনীপুর

এম কে পি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষে জেলা সম্পাদক কম. রুস্তম মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ রেনবো ল্যামিনেশন থেকে মুদ্রিত

যোগাযোগ : 9062155633, 7872488673.